জেলার অন্যতম প্রথম সারির সংবাদ পাক্ষিক

বাঁকুড়া প্লাস

PRGI NO.-WBBEN/26/A3312

পাক্ষিক বাঁকুড়া প্লাস
প্রতি ইংরাজি মাসের ৪ ও ২০ তারিখে প্রকাশিত হয়।

প্রথম বর্ষ ❑ ০৭ সংখ্যা ❑ ০২ ভদ্র ১৪৩৩ ❑ BANKURA PLUS ❑ VOL-01 ❑ ISSUE- 07 ❑ 20 August 2026 ❑ Price- ₹ 2

পশ্চিমের ৭৪ ব্লকে কাজের লক্ষ্যমাত্রা বাঁধলেন শুভেন্দু



নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের আওতাধীন ৭৪টি ব্লকে তিন মাসের মধ্যে উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করার লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ১১আগস্ট, সোমবার বাঁকুড়ায় বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানের বিডিও, প্রশাসনিক কর্তা ও সংশ্লিষ্ট বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করেন তিনি।

বৈঠক শেষে শুভেন্দু বলেন, "পিছিয়ে পড়া গ্রামগুলিকে কাজের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে বলা হয়েছে। সেই সব এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি পঞ্চায়েতে অন্তত ৫০ লক্ষ টাকার কাজ হবে।" তফসিলি জাতি, জনজাতি, কুড়মি, বাউরি-সহ মূলবাসীদের উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়ার কথাও বলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের পর ২০২১-২৬ সাল পর্যন্ত পর্ষদেও কাজ ধীর হয়ে গিয়েছিল। গত অর্থবর্ষে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। বর্তমান সরকার পর্ষদের জন্য প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে এবং মার্চের মধ্যে তা খরচের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পর ৩য় পাতায়...

গাছ কাটার অভিযোগ সিপিএমের

নিজস্ব সংবাদদাতা ,রানিবাঁধ : সরকারি হোটেল চত্বর থেকে কেটে নেওয়া হল কয়েকটি বড় শালগাছ। অভিযোগ উঠেছে গাছগুলি কেটে পাচার করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে রানিবাঁধের ঝিলিমিলিতে। এই ঘটনার প্রতিবাদে সিপিএম ঝিলিমিলি বাজার- সহ আশেপাশের বিভিন্ন জায়গায় পোস্টারিং করে। জানা গিয়েছে, ঝিলিমিলির 'রিমিল লজ' নামের সরকারি হোটেলটি এখন লিজে রয়েছে।

অভিযোগ, হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ৩টি শাল গাছ কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রানিবাঁধ এরিয়া সিপিএমের সম্পাদক লক্ষ্মীকান্ত টুডু বলেন, "গাছ কাটার পর গোড়াগুলো এখনও পড়ে আছে। আমরা খবর পেয়ে দেখি একটি গাছ তখনও কাটা অবস্থায় রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বন দফতরে জানানো হয়। জঙ্গলের গাছ এভাবে বিনা অনুমতিতে কাটা যায় না। কাদের নির্দেশে এই কাজ হল তার তদন্ত হওয়া উচিত।"



পঞ্চায়েত দফতরের পর্যালোচনা বৈঠকে বাঁকুড়া জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে উপস্থিত ছিলেন দফতরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।



বাঁকুড়া জেলা পুলিশের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন বাঁকুড়া পুলিশ লাইনে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন পুলিশ সুপার ভিজি সতীশ।



বাঁকুড়া জেলা পরিষদ প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সভাধিপতি অনসূয়া রায়।

সম্পাদকীয়

বাঁকুড়ায় প্রাথমিক শিক্ষার হাল হকিকত

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP ২০২০) তে ভারতের স্কুলশিক্ষার কাঠামোকে ৫+৩+৩+৪ কাঠামোয় পুনর্গঠনের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম তিন বছর অর্থাৎ শিশুর তিন থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত প্রাক্-প্রাথমিক বা ভিত্তিমূলক পর্যায়। শ্রেণি হবে অঙ্গনওয়াড়ি, শ্রেণি-১ ও শ্রেণি-২। এরপরের পর্যায় প্রস্তুতিমূলক, তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি, শিশুর এগারো বছর বয়স পর্যন্ত। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত আছে। এর ভিত্তিমূলক পর্যায়ে রয়েছে খেলা, গল্প, গান, ছবি, অভিনয় ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে শিক্ষাদান; পরবর্তী প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে আছে পাঠ্যপুস্তক ও ক্লাসরুম ভিত্তিক শিক্ষাদান। এই উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করতে আর একটি লক্ষ্য নিশ্চিত করা হয়েছে, যার নাম FLN বা Foundational Literacy and Numeracy। এর অর্থ, শিশুর মৌলিক লেখা-পড়ায় দক্ষতা ও মৌলিক গাণিতিক ধারণা বোঝার ক্ষমতা অর্জন। আর আছে মাতৃভাষায় জ্ঞান অর্বনের কথা, মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে বোঝার ওপর গুরুত্ব।বর্তমান রাজ্য সরকারের সক্রিয় কর্মপদ্ধতিতে এই রাজ্যেও প্রাথমিক শিক্ষায় জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করা সম্ভব হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী এই বিষয়ে বেশ তৎপরও। তবে যে পর্যায়ে বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা দাঁড়িয়ে রয়েছে তা বেশ শোচনীয়। বাঁকুড়া জেলার নিরিখে এই চিত্র আরও ভয়াবহ।

জেলায় ৪৫ টি সার্কেলে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৩৩৭৮ টি। এর মধ্যে একজন কওে শিক্ষক আছেন ১৯৮ টি স্কুলে, জেলায় মোট শিক্ষক প্রায় দশ হাজার। অনেকগুলো স্কুল তো ছাত্রের অভাবে সাপ-খোপের আবাসস্থল হয়েছে। বাঁকুড়ায় মূলত সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের আর কতিপয় নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে মেয়েরা এইসব প্রাথমিক স্কুলে পড়ে। নগরায়নের ছোঁয়ায় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের রমরমাও লক্ষ করা যায়। কিন্তু সরকারি ও সরকার-পোষিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা তুলনায় অনেক বেশি কিন্তু সার্বিক অবস্থান ভয়াবহ। গ্রামের স্কুলগুলিতে শিক্ষার্থী বেশি, শিক্ষক কম। ফলে উপযুক্ত স্কুলশিক্ষা পেতে পরিবারের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে।

এর ওপর আবার নতুন শিক্ষানীতি চালুতে শিক্ষকসহ আধিকারিকেরাও অপ্রস্তুত ও অসহায়। কারণ এই নীতি চালুতে সর্বাগ্রে চাই পরিকাঠামো। জেলার স্কুলগুলোতে পানীয় জলের সমস্যাই এখনো সমাধান হয়নি, তার ওপর আছে সীমানা প্রাচীর, খেলার মাঠ, উপযুক্ত বাথরুমের অভাব। নিষ্ঠা কোর্স, প্রশস্ত, এফ. এল. এন. ইত্যাদি কোর্সের পাশাপাশি আছে ইউডাইস প্লাসে শিক্ষার্থীদের যাবতীয় তথ্য সংযুক্ত করা আর নিত্য-নৈমিত্তিক অনলাইন ফর্ম পূরণ। এর জন্য নিদেনপক্ষে ইন্টারনেটযুক্ত একটি কম্পিউটার অবশ্য প্রয়োজন। সেই পরিকাঠামোই নেই জেলার স্কুলগুলিতে। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঝওজ বা সেন্সাসের কাজ।

ফলে যে সম্ভাবনা নিয়ে শিক্ষানীতি প্রস্তুত করা হয়েছে এবং শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নতির কথা ভাবা হচ্ছে, তা কীভাবে উচ্চ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হতে পারে তার প্রাথমিক ভাবনাতে বোধহয় কোথাও অভাব দেখা যাচ্ছে। মিড-ডে-মিলের ভাবনায় কলকাতাকেন্দ্রিক স্কুলগুলিতে ইসকনের ভূমিকাসহ অভিনবত্ব এলেও বাঁকুড়ায় কিভাবে খাদ্য সরবরাহ হবে তার সঠিক পথ এখনো নির্ধারিত হয়নি। অথচ জেলার স্কুলগুলিতে সকাল আটটা থেকেই ছেলে-মেয়েরা ছেড়া ব্যাগ, ময়লা জামা আর থালা নিয়ে স্কুলচত্বরে এসে হাজির হয়ে যায়। শিক্ষকদের বিশাল কাজের বহরে ব্যক্তিগত ফোনের স্কুল-কাজে ব্যবহারের কারণে শিক্ষাদানের কাজ একপ্রকার গৌণ হয়ে ওঠে। আসলে শিক্ষকের পাশাপাশি একজন শিক্ষাকর্মীও যে প্রয়োজন, এটা বোধহয় এবার ভাবা উচিত। ফলে শিক্ষানীতি অনুযায়ী খেলার ছলে বা অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান কীভাবে সম্ভব তার পথ এখনো প্রশস্ত নয়। প্রতিটি জেলার স্কুলগুলির সঠিক মান জেনে জেলাকেন্দ্রিক একটি সঠিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এগোলে হয়তো নতুন শিক্ষানীতির সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব।

মুকুটমণিপুরে রোপওয়ে! শুরু সমীক্ষা

নিজস্ব সংবাদদাতা , **মুকুটমণিপুর** : পর্যটকদের জন্য বড় সুখবর। মুকুটমণিপুরে রোপওয়ে বসানোর কাজ এবার এগোচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে সম্প্রতি হয় শুরু হল জমি ও এলাকা সমীক্ষা।

ভারতীয় রেলের সংস্থা RITES-এর ৩ জনের একটি দল এদিন মুকুটমণিপুরে আসেন। তাদের সঙ্গে ছিলেন খাতড়া মহকুমা প্রশাসনের



আধিকারিকেরাও। গোটা এলাকা ঘুরে তাঁরা তথ্য সংগ্রহ করেন।

গত সম্প্রতি বাঁকুড়ার প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীই রোপওয়ে প্রকল্প নিয়ে তৎপর হতে বলেন প্রশাসনকে। তিনি নির্দেশ দেন, পরিকল্পনা মেনে যেন সব দিক খতিয়ে দেখে কাজটা করা হয়।

প্রশাসন সূত্রে খবর, পরেশনাথ পাহাড় থেকে বনপুকুরিয়া নৌকাঘাট পর্যন্ত রোপওয়ে করার প্রাথমিক ভাবনা আছে। রোপওয়ে ঠিক কোথা থেকে শুরু হবে, কোথায় শেষ হবে, কতটা জমি লাগবে - এই সব বিষয়ই এদিন খতিয়ে দেখা হয়।

এক আধিকারিক জানান, সমীক্ষার পর জওঞউঝ একটি প্রাথমিক রিপোর্ট দেবে। এরপর ভূমি দফতরের থেকে জমির তথ্য নিয়ে পরের ধাপ ঠিক করা হবে।

পশ্চিমের ৭৪ ব্লকে কাজের লক্ষ্যমাত্রা বাঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী

১ম পাতার পর...

এই প্রসঙ্গে কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের বাঁকুড়া জেলা নেতা সুব্রত দরিপা বলেন, "একটি অর্থবর্ষের হিসাব দিয়ে বিচার করা ঠিক নয়। তৃণমূলের আমলে পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়নে সার্বিকভাবে কত বরাদ্দ হয়েছে, সেই হিসাব সামনে আসা উচিত।"

বৈঠকে বিডিওদের আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। নয়াগ্রাম, বান্দোয়ানের মতো পিছিয়ে থাকা ব্লকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া, জল জীবন মিশনের কাজে পর্ষদের তহবিল ব্যবহার এবং স্কুল, আইসিডিএস কেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে জোর দেওয়ার কথা বলেন তিনি।

একইসঙ্গে অন্নপূর্ণা যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত, স্বাস্থ্য বিমা ও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার কাজ দ্রুত করার নির্দেশ দেন। তিনি জানান, রাজ্যে ৪৫০০ বাড়িতে প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর প্রকল্পে আলো পৌঁছেছে। লক্ষ্য ৫ লক্ষ বাড়ি।

পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে বেআইনি পাথর, বালি ও কয়লা পাচার রোধ এবং ধর্মান্তর সংক্রান্ত বিষয়েও প্রশাসনকে নজর রাখতে বলা হয়।

বৈঠক শেষে বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানার মেয়ের বিয়ের প্রীতি সম্মেলনের অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

নিম্নচাপের বৃষ্টি:সেতু-কজওয়ে ডুবে বিপত্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : নিম্নচাপের জেরে দু'দিনের টানা বৃষ্টিতে বাঁকুড়ার জনজীবন আংশিক প্রভাবিত হয়েছে। জেলায় গড় বৃষ্টিপাত ৭৩.৫ মিলিমিটার। সবচেয়ে বেশি ২৪৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে শুশুনিয়ায়।

মঙ্গলবার মানকানালির মগরা গ্রামের কাছে গন্ধেশ্বরী নদীর কজওয়ের উপর দিয়ে জল বইতে থাকায় একটি মালবোঝাই ট্রাক আটকে পড়ে। চালক ও খালাসি নিরাপদে বেরিয়ে আসেন।

ভারী বৃষ্টিতে বড়জোড়ার হাটআশুড়িয়ার হরিরামপুর বাগদিপাড়ায় একটি মাটির বাড়ি ভেঙে পড়ে। পাত্রসায়রের বেশ কয়েকটি মাটির বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানান বিজেপির সোনামুখী চার নম্বর মণ্ডলের সভাপতি অনুপ ঘোষ। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিতে ত্রাণ বিলি করেন।

সোনামুখীর চকাই গ্রামে সেচনালার কালভার্টের উপর দিয়ে জল বওয়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। দুপুর থেকে পাত্রসায়রের নারায়ণপুরের কিছু কৃষিজমিতে শালী নদীর জল ঢুকতে শুরু করে। জল ওঠে সোনামুখীর কুণ্ডুপুকুরিণী ও শিমলা গ্রামের ভাসাপুলে।

এ দিন জেলার বিভিন্ন এলাকার কৃষিজমি পরিদর্শন করেন উপ কৃষি অধিকর্তা দেবকুমার সরকার। কৃষি দফতর সূত্রে খবর, ধান চাষে এখনই ক্ষতির আশঙ্কা নেই। তবে আনাজের জমি থেকে দ্রুত জল বার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দামোদর তীরবর্তী বড়জোড়ার মানা, সোনামুখীর নিত্যানন্দপুর, পাত্রসায়রের বেলুট ও নারায়ণপুরের চাষিরা আশঙ্কা করছেন, ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টি বাড়লে দুর্গাপুর ব্যারাজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়তে পারে। তাতে চাষজমি ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা। ভারী বৃষ্টির কারণে কংসাবতী ও কদমদেউলি জলাধার থেকেও নদীতে জল ছাড়া হয়েছে।

সিজেপি কর্মীর বাবার মৃত্যু,হামলার অভিযোগে ধৃত ৯

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস:নিট-কাণ্ডের প্রতিবাদে দিল্লির যন্তর মন্তরে ধর্নায় ছিলেন তিনি। গ্রামে ফিরে এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেহাল দশা নিয়ে খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন বাঁকুড়ার ইন্দাসের কড়িশুন্ডার ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) কর্মী শেখ আব্দুল হাফিজ।সেই 'অপরাধে' তাঁর বাবা শেখ মহম্মদ মাফিককে (৫১) পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনায় কড়া আইনি পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আব্দুল হাফিজের দাবি, বিজেপি কর্মীদের হাত থেকে তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে বাবা মারধরে জখম হয়ে মারা যান। তবে রবিবার ইন্দাস থানায় লিখিত অভিযোগে নিহতের স্ত্রী হাসিনা বেগম আততায়ীদের 'সমাজবিরোধী' বলে উল্লেখ করেছেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত ৫ জনের মধ্যে ৪ জনকে এবং আরও ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের বিষ্ণুপুর আদালতে পেশ করা হলে ,পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশ জানাই ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত চলছে ।

ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে ও সিজেপি নেতা সৌরভ দাস। অভিজিৎ সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'যে স্কুলে আব্দুল পড়াশোনা করতেন, তার বেহাল দশা নিয়ে সরব হওয়ায় দুষ্কৃতীদের (যারা বিজেপির সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ) হামলার শিকার হয়ে বাবাকে হারাতে হল'। যদিও মুখ্যমন্ত্রী কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগসূত্র নেই। পুলিশ জানিয়েছে, পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে। বিরোধীদের দাবি, সঠিক তদন্তের শেষে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

জেলে তৃণমূল নেতা

তালডাংরা: মারধর ও হুমকির অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া তৃণমূলের প্রাক্তন বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তারাশঙ্কর রায়ের জেল হেফাজত হয়। দু'দফায় ছ'দিন পুলিশ হেফাজত শেষে মঙ্গলবার তাঁকে খাতড়া আদালতে তোলা হয়েছিল। আদালত তাঁকে ১৪ দিন জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

সম্প্রতি, সিমলাপালের বিক্রমপুর এলাকায় বিজেপির এক যুব নেতা ও তাঁর সঙ্গীকে মারধর করা এবং আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হন তালডাংরার বাসিন্দা তারাশঙ্কর।

তারাশঙ্করের স্ত্রী তথা বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি অনসূয়া রায় দাবি করেছিলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মিথ্যা মামলায় তাঁর স্বামীকে ফাঁসানো হয়েছে।

হিড়বাঁধে 'অপারেশন আনন্দ' নিয়ে সচেতনতা শিবির

হিড়বাঁধ: সিআইডি পশ্চিমবঙ্গের উদ্যোগ 'অপারেশন আনন্দ'-এর অঙ্গ হিসেবে সম্প্রতি হিড়বাঁধ থানার পক্ষ থেকে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। মশিয়াড়া পঞ্চায়েতের পাইড়া গ্রামের হরি মন্দির প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচি হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিশু সুরক্ষা, বাল্যবিবাহ রোধ, শিশুদের অধিকার এবং নারী ও শিশুর নিরাপত্তা বিষয়ে গ্রামের মানুষকে সচেতন করতেই এই শিবির। কর্মসূচিতে স্থানীয় বহু মানুষ অংশ নেন।



হিড়বাঁধের মশানঝাড় আদিবাসী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী অপর্ণা সরেন বাংলা অনূর্ধ্ব ১৯ জুনিয়ার মহিলা হকি দলে খেলার সুযোগ পেলেন পুনে, মহারাষ্ট্রতে অনুষ্ঠিতব্য ১৬ তম অল ইণ্ডিয়া জুনিয়র ন্যাশানাল ওমেন্স হকি চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৬ তে তিনি বাংলার প্রতিনিধিত্ব করবেন বলে জানা গিয়েছে।

স্বাধীনতা দিবসে নানা অনুষ্ঠান

কবিগুরু আর্ট স্কুলের উদ্যোগে ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ।ইন্দপুরের ভেদুয়াশোল হাই স্কুলে অঙ্কন প্রদর্শনীতে যোগ দেয় ওই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বহু শিক্ষার্থী। ছাত্র- ছাত্রীদের দেশ ভক্তি ও দেশপ্রেম ফুটে উঠেছিল তাদের রঙ তুলির টানে। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তিতে ভরে উঠেছিল সাংস্কৃতিক মঞ্চ।এই ধরনের অঙ্কন প্রদর্শনী এলাকায় প্রথম দাবি করেন "কবিগুরু আর্ট স্কুলের সংস্থার কর্ণধার বিবেকানন্দ গোস্বামী। সফলদের শংসাপত্র -সহ পুরস্কৃত করা হয়।



ফুটবল লিগ শুরু



বাঁকুড়া : বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার পরিচালনায় বাঁকুড়া স্টেডিয়ামে প্রিমিয়ার ফুটবল লিগ শুরু হল। ১০ অগস্ট সোমবার, খেলা হয় স্থানীয় কেশরা ফুটবল কোচিং সেন্টার বনাম কেঠারডাঙা নিউ স্টার ক্লাবের মধ্যে। কেশরা ৬-০ গোলে কেঠারডাঙাকে পরাজিত করে। এদিন উদ্বোধনী খেলায় মাঠে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কার্যকরী সভাপতি সুদীপ চক্রবর্তী, ফুটবল সাব -কমিটির সম্পাদক অসীম চন্দ -সহ বর্ষীয়ান ফুটবল খেলোয়াড়েরা। এদিনের প্রতিযোগিতায় ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হয় কেশরার সঞ্জিত টুডু।



প্রীতি ম্যাচঃ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ইন্দপুর বিডিও একাদশ বনাম ইন্দপুর ওসি একাদশ প্রীতি ফুটবল ম্যাচে ৪-০ গোলে জয়লাভ করে ইন্দপুর ওসি একাদশ। স্থানীয় বাগডিহা হাই স্কুল মাঠে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল।

Printed, Published and Owned by Suvendu Tantubay from Hirasole,Indpur,Bankura (W.B) - 722136 and Printed at Ganachetana Press 498/4/1,Sikharia Para, Natubabur Lane, Bankura (W.B)722101.EDITOR-SUVENDU TANTUBAY Mobile 9635772972,Chief Editor: Soumen Rakshit (Unpaid)